ତିକତାସ



ঐকতান

গোবিন্দচন্দ্র দাস : দেবেন্দ্রনাথ সেন : অক্ষয়কুমার বড়াল : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : যতীন্দ্রমোহন বাগচী : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত :
কুমুদরঞ্জন মল্লিক : কিরণধন চট্টোপাধ্যায় : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত :
হেমেন্দ্রকুমার রায় : কালিদাস রায় : নরেন্দ্র দেব : মোহিত-
লাল মজুমদার : সুশীলকুমার দে : কৃষ্ণধন দে :
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : জীবনানন্দ দাশ :
নজরুল ইসলাম : প্রমথনাথ বিশী : সুনির্মল
বসু : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : জসীম-
উদ্দীন : অপরাজিতা দেবী :
প্রেমেন্দ্র মিত্র : অজিত
দত্ত : বুদ্ধদেব বসু

বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায় সংকলিত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

আড়াই টাকা

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২৮ বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা ৯ হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

বাংলা বইয়ের বাজারে মেদস্ফীতি যখন আভিজাত্যের লক্ষণ সে সময়ে একষট্টি পৃষ্ঠার একখানি তন্বী পুস্তিকা হাতে নিয়ে উপস্থিত হতে সাহসের দরকার। সে পুস্তিকাও আবার কবিতার। কিন্তু ভরসা এই যে কবিতাগুলি গ্রন্থকারের মৌলিক রচনা নয়, বিভিন্ন কবির কাব্য থেকে সঙ্কলন। ইচ্ছা করলে একাসনে বসে পড়ে শেষ করে ফেলা যায়। সেইভাবেই পড়ে শেষ করে ফেলেছি। বিস্তারিত আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে সঙ্কলন কর্তাকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আর একখানি গুরুভার গ্রন্থ পাঠকের মাথার উপরে চাপান নি। ঐকতান প্রেমের কবিতার সঙ্কলন। গোবিন্দচন্দ্র দাস থেকে বুদ্ধদেব বসু অবধি এর বিস্তার (দুই কবিই ঢাকা জেলার লোক)। মাঝখানে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ আছেন। তাঁর কবিতার সংখ্যা দুটি, বাকি সকলের একটি। এঁদের মধ্যে মাথায় ছোট বড় থাকলেও আসনে যে কম-বেশি করেন নি তাতে গ্রন্থকার সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রায় সমস্ত কবিতাই আমার সুপরিচিত, কিন্তু অনেকগুলিই দীর্ঘকাল আগে পঠিত, তাই বিস্মৃতপ্রায়। এগুলি যখন পড়ছিলাম মনে হল যেন পথের বাঁকে অপ্রত্যাশিতভাবে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সঙ্কলন গ্রন্থপাঠের এও এক আনন্দ। আশা করছি পাঠকেও পুরাতন পরিচিতকে নূতনভাবে পাওয়ার আনন্দ লাভ করবেন।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ কবিতা, সে কবিতাও আবার রোমান্টিক। রোমান্টিক শব্দটাকে সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ না করলে দেখা যাবে যে পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কাব্য কবিতা রোমান্টিক। অন্য শ্রেণীর কাব্য কবিতা অক্ষমের অহমিকা ছাড়া কিছুই নয়। সাহিত্যের বাজারে মাঝে মাঝে অক্ষমের ভিড় বেড়ে যায় তখন রব ওঠে রোমান্টিক কবিতার দিন ফুরিয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অভিজ্ঞতা নূতন নয় আর তা মাত্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। এ হেন দুঃসময়ে ঐকতান আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল বাংলা কাব্যের মৌলিক গুণটি—বাংলা কাব্য রোমান্টিক।

আমাদের দেশে ব্যক্তির চেয়ে সমাজের গুরুত্ব বেশি, তাই স্বাধীন প্রেম বড় প্রশ্রয় পায় নি। সেইজন্যেই বাংলা সাহিত্যে প্রেমের কবিতা বিশেষ একটি রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের রূপককে অবলম্বন করেছেন। অন্যত্র দাম্পত্য প্রেম প্রধান হয়ে উঠেছে—অনেক স্থলেই এই দাম্পত্য প্রেমের অধিদেবতা হরপার্বতী। বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য প্রেমের কবি। অক্ষয় বড়াল আর দেবেন্দ্র সেনও তাই। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের অনেক নায়িকা-চরিত্রে স্বাধীন প্রেম অঙ্কিত হয়েছে সত্য কিন্তু সে সব পৌরাণিক কাহিনীর ফ্রেমে আবদ্ধ বলে কবির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা (কড়ি ও কোমল ছাড়া) ভাবের পুষ্পকবিমানচারী বলে তা প্রত্যহের ধূলির স্পর্শ হতে মুক্তপ্রায়। এ ক্ষেত্রে তিনি চণ্ডীদাসের অনুগামী। মানসবাসী, অতীন্দ্রিয়বৎ, অনায়ত্তকে নিয়ে চণ্ডীদাসের কাব্য। অপর পক্ষে করায়ত্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, রক্ত-মাংসের মানুষ বিদ্যাপতির প্রেমের কবিতার বিষয়। এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। মোটের উপরে এই হচ্ছে বাংলা প্রেমের কবিতার প্রকৃতি।

ঐকতান গ্রন্থে সব ধরনের প্রেমের কবিতাই আছে—তবে "আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ"—কবিতার সংখ্যা অল্প। কেননা ইংরাজি শিক্ষা, সামাজিক স্বাধীনতার আদর্শ সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এদেশে ব্যক্তির উপরে সমাজের স্থান। আচার-ব্যবহারে আমরা সংস্কারবাদী হলেও হাড়ে হাড়ে আমরা conservative। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে কম conservative নন। বাঙালী কবির কণ্ঠে প্রেমের কবিতার যে ঐকতান ধ্বনিত তার ধ্রুবপদটা হচ্ছে "মানসসুন্দরী।" এ জলন্ত অঙ্গার নয় উজ্জ্বল স্ফটিক, এতে ঘর পুড়বার আশঙ্কা নেই, হয়তো ঘর একটুখানি আলোকিত হয়ে ওঠে। সমাজ ও স্বাধীন সত্তা দুই কূল রক্ষার দিকেই এর সমান মনোযোগ।

২৩।৬।৬১

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ঐকতান

আমার ভালবাসা

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন বিরহ।
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা, দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।
কোথায় স্থাপিয়ে মূল ফোটে প্রেম-পদ্মফুল ?
আকাশ-কুসুম সে যে কল্পনা-কলহ ?
আত্মায় আত্মায় যোগ, বুঝি না সে উপভোগ,
অদেহী আত্মারে আগে কিসে ছুঁয়ে লহ ?
তোমাদের রীতি নীতি বুঝি না পবিত্র প্রীতি,
তোমরা কি পৃথিবীর নরলোক নহ ?
আমি ভাই ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আমি ও নারীর রূপে, আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—
ও কর্দমে—অই পঙ্কে, অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয়নাগের মত সুখী অহরহ,
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
ধরার মানুষ আমি, আমি ভাই মহাকামী,
আমার আকাঙ্ক্ষা সে-যে মহা ভয়াবহ।

আলিঙ্গনে ভাঙে চূরে,　　　শ্বাসে হিমালয় উড়ে,
চুম্বনে ঘূর্ণিত হয় গ্রহ উপগ্রহ।
আমাদেরি কেলিভরে　　　পৃথিবী উলটি পড়ে,
ও নহে সাগরে বান তোমরা যা কহ।
(মর্দনে মন্থনে বুকে,　　　অগ্নি উঠে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।)

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আমি মহাকাম—পতি,　　　সরলা সে মহারতি,
মরিলে মরণ নাই, নাহিক বিরহ।
অনঙ্গ—অনঙ্গ রঙ্গে,　　　সদা থাকে এক সঙ্গে,
সে আমার আমি তার মহা গলগ্রহ।
ইহকালে পরকালে　　　জীবনের অন্তরালে
প্রীতির প্রসন্ন মূর্তি জাগে অহরহ।
মোদের নির্বাণ নাই,　　　আমরা না মুক্তি চাই,
অনন্ত ধ্বংসের বর তোমরাই লহ।
আমাদের ভালবাসা অস্থিমাংস সহ।

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
জানি না নিষ্কাম কর্ম,　　　বুঝি না নিষ্কাম ধর্ম,
বুঝি না "ঘোড়ার ডিম" তোমরা কি কহ।
আমি শুধু চাই—চাই,　　　চাহিতে বিরক্তি নাই,
না পেলে অনন্ত-ভিক্ষা জীবন দুর্বহ।
হায় হায় কেবা জানে,　　　কি মহা গহ্বর প্রাণে,
কোটি বিশ্বে নাহি ভরে সে পোড়াদহ।

এস ভাই মহাসুখে,　　　তোমাদের (ও) লই বুকে
শত্রুমিত্র অবিভেদে যে যেখানে রহ।
এস সুধা, এস বিষ,　　　এস পুষ্প কি কুলিশ,
এস অগ্নি, এস জল, এস গন্ধবহ।
আমার স্বার্থের আশা,　　　মহাস্বার্থ ভালবাসা,
এস হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ।
অরূপ আত্মায় ভাই,　　　ভরে না এ গড়খাই,
আমি ভালবাসি তাই অস্থিমাংস সহ,
এস হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ।

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
সুন্দর কুৎসিত হৌক,　　　উলঙ্গ আবৃত রৌক,
কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক-নিগ্রহ।
থাক্ তার মহা কুষ্ঠ,　　　আমি যে তাতেই তুষ্ট,
তোমরা দেখো না, নয় ভয়ে দূরে রহ!
চন্দন আতর সম,　　　তার পুঁয প্রিয় মম,
শরীরে মাখিলে যায় যাতনা দুঃসহ।
থাক্ তার শত পাপ,　　　থাক্ শত অভিশাপ,
সে আমার বিধাতার মহা অনুগ্রহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আজো তার ভস্মছাই　　　বুকে রেখে চুমা খাই
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ।
আনন্দে উল্লাসে খুলি　　　আজো তার চুলগুলি,
গলায় বাঁধিয়া আহা জুড়াই বিরহ।

আজো তার প্রতিচ্ছায়া, ধরিয়া নূতন কায়া,
স্বপনে আসিয়া করে সপত্নী-কলহ।
আজো সে-লাবণ্য তার, সুধা মন্দাকিনী-ধার,
ভরে ব্রহ্মা-কমণ্ডলু আদি পিতামহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

নব তপস্বিনী

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

নিবাও নিবাও শীঘ্র—এত কি আমোদ ?
জ্বালিছ সাঁঝের দীপ হয়ে কুতূহলী ?
দেখিছ না ?   এখনো যে একছাদ রোদ !
উচিত এ উদ্বোধন আইলে গোধূলি ।
দুপুরে কি বাজে সখি, ঝিল্লির নূপুর ?
তুমি কি ভেবেছ ওই বৈকালী যূথিকা
ফুটিয়াছে ?   হায় হায় ক্রুর পিপীলিকা
কুসুমের মর্মে পশি করেছে আতুর !
কল্পনার শিল্পশালা নিরালায় বসি
মধ্যাহ্নে ধরেছ কেন পূরবী রাগিণী ?
থাম থাম, চিত্রগুলি পড়ে খসি খসি—
রঙে রঙে মেশামেশি আপনা আপনি !
কোথায় চিত্রিব আমি অনঙ্গ-মোহিনী—
হ্যাদে দেখ, চিত্রিয়াছি শঙ্কর-ঘরনী ।

এখনো কাঁপিছে তরু

—অক্ষয়কুমার বড়াল

এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক,—
এসেছিল—বসেছিল—ডেকেছিল হেথা পিক।
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার!

এখনো শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয়-হয়,—
ছিল তরু-লতা-কুঞ্জ-তৃণ-গুল্ম ফুলময়?
এখনো ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন-কথা—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা!

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্ জনা?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা!
মূরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া ওঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন!

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে
পূরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে!
কাতর নয়নে চেয়ে—কোথা গেল নাহি জানি,—
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি!

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে অভিমানে!
আগে কেন বুঝি নাই,—সে-ও ব্যথা দিতে জানে!
ভাঙিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন গো স্বপন আর—
কুয়াসা-আঁধার ভাবে শারদ পূর্ণিমা তার!

নূতন

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা খেলা খেলেছিলেম,
আমরাও গান গেয়েছি।
আমরাও পাল মেলেছিলেম,
আমরা তরী বেয়েছি।
হারায় নি তা হারায় নি,
বৈতরণী পারায় নি,
নবীন আঁখির চপল আলোয়
সে-কাল ফিরে পেয়েছি।

দূর রজনীর স্বপন লাগে
আজ নূতনের হাসিতে।
দূর ফাগুনের বেদন জাগে
আজ ফাগুনের বাঁশিতে।
হায় রে সেকাল, হায় রে,
কখন্ চলে যায় রে
আজ একালের মরীচিকায়
নতুন মায়ায় ভাসিতে।

যে-মহাকাল দিন ফুরালে
আমার কুসুম ঝরালো
সেই তোমারি তরুণ ভালে
ফুলের মালা পরালো।

কইল শেষের কথা সে,
কাঁদিয়ে গেল হতাশে,
তোমার মাঝে নতুন সাজে
শূন্য আবার ভরালো।

আনলে ডেকে পথিক মোরে
তোমার প্রেমের আগুনে।
শুকনো ঝোরা দিল ভ'রে
এক পসলায় শাওনে।
সন্ধ্যামেঘের কোণাতে
রক্তরাগের সোনাতে
শেষ নিমেষের বোঝাই দিয়ে
ভাসিয়ে দিলে ভাঙনে।

উদাসীন

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল।
জানি না কি লাগি ছিলে অন্যমনে
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।
একদিন শাখা ভরি এল ফল গুচ্ছ,
ভরা অঞ্জলি মোর করি গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতা পানে আঁখি অন্ধ ছিল।

বৈশাখে অকরুণ দারুণ ঝড়ে
সোনার বরন ফল খসিয়া পড়ে ;
কহিনু "ধূলায় লোটে মোর যত অর্ঘ্য,
তব করতলে যেন পায় তার স্বর্গ।"
হায় রে তখনো মনে দ্বন্দ্ব ছিল।

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা,
আঁধারে দুয়ারে তব বাজানু বীণা।
তারার আলোক সাথে মিলি মোর চিত্ত
ঝংকৃত তারে তারে করেছিল নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিস্পন্দ ছিল।

তন্দ্রাবিহীন নীড়ে ব্যাকুল পাখি
হারায়ে কাহারে বৃথা মরিল ডাকি।
প্রহর অতীত হল, কেটে গেল লগ্ন,
একা ঘরে তুমি ঔদাস্যে নিমগ্ন,
তখনো দিগঞ্চলে চন্দ্র ছিল।

কে বোঝে কাহার মন! অবোধ হিয়া
দিতে চেয়েছিল বাণী নিঃশেষিয়া।
আশা ছিল কিছু বুঝি আছে অতিরিক্ত
অতীতের স্মৃতিখানি অশ্রুতে সিক্ত,
বুঝিবা নূপুরে কিছু ছন্দ ছিল।

উষার চরণতলে মলিন শশী
রজনীর হার হতে পড়িল খসি।
বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ,
নিদ্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ,
স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল।

লুকোনো ছবি

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

"সেই কিশোরীর হাসির আলো খুঁজছি কাঁচা বয়স থেকে,
উর্বশী বা তিলোত্তমা হিংসে গো যার রূপটি দেখে,—
ভালবাসার বুল্‌বুলিটি দিয়ে গেল উড়ো চিঠি,
সে এক রঙীন্ শাঙন বিহান—হাস্‌ছ তুমি রঙ্গ দেখে ?

মন যে আবার সবুজ হয়ে উঠ্‌ল গো তার খবর পেয়ে,
শরম-গুটির রেশমী শাড়ি মিশিয়ে আছে তার সে দেহে ;
সূক্ষ্ম হিসেব করলে দেখি, আসছ তুমি চালিয়ে মেকি,
শপথ ক'রেই বলতে পারি সুন্দরী সে সবার চেয়ে।

আজও প্রিয়ে বুকের ভিতর রসের উজান ফল্গু চলে,
তার সে খোঁপার পাপ্‌ড়ি চাঁপার ঝরছে প্রাণের রঙ্‌মহলে,
কণ্ঠ তাহার কী যে মিঠে ছিটায় আনার-দানার ছিটে,
নট্‌কোনা রঙ-আঁচল ফুটে' রূপদরিয়া পড়ছে ঢলে'।

নিন্দে কেবল করবে তুমি বলবে নিলাজ প্রগল্‌ভা সে,
হার মানে তার রূপের দেমাক্ ; সাঁচ্চা তোমার প্রেমের পাশে।
ও সব কথা নিক্‌তি ধরে' দেখ্‌তে কে যায় ওজন করে' ?
তুমি গো মোর ভরা ভাদর, ফাগুন মাসের দক্ষিণা সে।

ও কি সখি রাগ করিলে ? কিন্তু সে মোর রাগ করে না,
সে যে আমার আঙুর-মধু, অনুরাগের হাস্নু-হেনা।
তোমার মত নয় সে মোটে, যাচ্ছ তুমি বেজায় চটে' ?
চলি তবে তার নিকটে, চুকিয়ে তোমার পাওনা দেনা।"

"ঢঙ্ দেখে আর বাঁচি নে যে, সঙ্ সেজেছেন বুড়ো হয়ে,"
চোখ ঘুরায়ে কহেন প্রিয়া,—"এক্কেবারে গেছ বয়ে,
চল্লিশেতে চাল্‌শে ধরা, ঝাপ্‌সা চোখে চশ্‌মা পরা,
যৌবনের যে লক্ষণ এ সব, পড়তে পার প্রেমের মোহে।

বারেক শুধু দেখাও তোমার পোড়ারমুখী কল্পনাকে,
বলিহারি পছন্দ তাঁর—করতে পেয়ার চান তোমাকে।
মর্‌তে কি তার জায়গা নেই আর, প্রেম করা বার করব যে তার,—
বুড়ো খুকী দেয়্‌লা করেন, মন মজেছে গোঁফের পাকে।"

জবাব দিলাম,—"ফোটো যে তার রয়েছে মোর ডেক্‌সটিতেই,
সে যে তোমার সতীন প্রিয়ে, সে মুখ তোমার দেখ্‌তে তো নেই।"
যেমনি ফোটোর খবর পাওয়া উল্‌কা সমান করেন ধাওয়া,
ডেক্‌স দেরাজ ফেলেন খুলে—রিং-টি ছিল অঞ্চলেতেই।

ত্বর সহে না, ছড়িয়ে ছিঁড়ে চিঠির তাড়া, কাগজ, ছবি
ঘরের মেঝেয় ওলট পালট, একসা ক'রে ফেলেন সবই।
আল্‌গা খোঁপা গেছে ক্ষেপে, মুক্তা দাঁতে অধর চেপে,
খোঁজেন ফোটো—কইনু, "ওগো, সইতে নারি বেয়াদবি।

দিচ্ছি আমি বাহির ক'রে ওই জাপানী বাক্স থেকে।
মুণ্ড ঘুরে যাবে এখন, তার সে চোখের ভঙ্গী দেখে,
ডালার তলেই আছে আঁটা সেই তোমারি সতীন কাঁটা,
মন যে আমার করল দখল কনক-চাঁপার রঙটি মেখে।"

দেখেন ডালার উল্‌টা পিঠে প্রেয়সী তাঁর নিজের মুখ,
উঠল ফুটে আর্শিটিতে রূপের আলোর গুমর টুক্।
জল-জমা সেই চোখের পাতায় অভিমানের মুক্তালতায়
অপরূপ এক ধরল শোভা অশ্রুমাখা হাসির সুখ।

স্বপ্ন-দেশ

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

আজ ফাগুনী চাঁদের জ্যোছনা-জুয়ারে ভুবন ভাসিয়া যায়,
ওরে স্বপন-দেশের পরী-বিহঙ্গী, পাখা মেলে উড়ে আয় !
এই শ্যামল কোমল ঘাসে
এই বিকচ কুন্দরাশে,
এই বন-মল্লিকাবাসে, এই ফুরফুরে মলয়ায়—
তোর তারালোক হতে কিরণ-সূতায় ধীরে ধীরে নেমে আয়।

দেখ্ ঘাসের ডাঁটায় ফড়িং ঘুমায় সবুজ-স্বপন-সুখে,
দেখ্ পদ্মকোরকে অচেতন অলি শেষ মধুকণা মুখে !
হেথা ঝিঁঝির ঝিঁঝিট তান
দেখ্ নিশিশেষে অবসান,
ছোট টুন্‌টুনিদের গান এবে বিরত ক্লান্ত বুকে ;—
দেখ্ মোহ-মূৰ্ছিত মুখর ধরণী, সব ধ্বনি গেছে চুকে।

তোরে শিরীষ-ফুলের পাপড়ি খসায়ে পরাগ করিব দান,
তোরে রজনীগন্ধা-গেলাস ভরিয়া অমিয়া করাব পান ;
শেষে ঘুম যদি তোর পায়,
হেথা ঘুমাবি হিন্দোলায়,
মোরা মৃদু দোল দিব তায়, গাহি মৃদু-গুঞ্জন গান,—
চারু ঊর্ণনাভের ঝিকিমিকি জালে কেশরের উপাধান।

শেষে জোনাকির আলো নিভাবে যখন উষার কুয়াশাসারে,
মোরা স্বপন-শয়ন ভাঙি দিব তোর পাপিয়ার ঝংকারে!
যদি ফিরে যেতে মন চায়,
যাস্ ঝিরি-ঝিরি উষা-বায়,
চড়ি প্রজাপতির পাখায়— হিম-সিক্ত শিশিরধারে;
সাথে নিয়ে যাস্ এই রজনীর স্মৃতি ধরণীর পরপারে।

সাড়ে চুয়াত্তর

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দূর থেকে আজ ওগো তোমায় মনের কথা কই,
নূতন খবর নেই কিছু আজ মনের খবর বই।
ভাবছি আমি কোথায় তুমি হায় সে কতদূর,
কোথায় শহর কলকাতা আর কোথায় কুসুমপুর !
না জানি কি ভাবছ এখন করছ কিবা কাজ,
কার সাথে বা কইছ কথা ? পরেছ কোন্ সাজ ?
ইচ্ছা করে হাওয়ার ভরে তোমার কাছে যাই,
করছ যে কি পিছন থেকে লুকিয়ে দেখি তাই।
ইচ্ছা করে শুনতে তোমার বচন সোহাগের,
ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে ঢের !
ইচ্ছা করে কত কি যে—সাধ যে জাগে আজ,—
সাদার পরে কালি দিয়ে লিখ্‌তে সে পাই লাজ।
তবে যদি না পড় সে দিনের বেলায় আর
তবে লিখি,—লিখ্‌তে সে লোভ হচ্ছে যে বার বার !
হচ্ছে সে লোভ, কিন্তু ওগো !—পড় না এর পর,
আমার চিঠির এইখানে আজ সাড়ে চুয়াত্তর ;
এইখানে শেষ করতে হবে দিনের বেলার পাঠ,
রাতের পড়া রাত্রে হবে, ভাঙলে লোকের হাট।
বাকীটুকু শোবার বেলায় বন্ধ ক'রে ঘর
একলা খুলে দেখতে হবে রেখে শেজের পর ;
সেই গোপনে মনে মনে পোড়ো চিঠির শেষ,
নিদ্‌-মহলে বন্ধু ! আমার আর্জি হবে পেশ।

সেই গোপনের আবরণে জানাই তোমার পায়,—
একটি তোমার চুমার লাগি পরাণ কাঁদে, হায় !
দিয়ো দিয়ো একটি চুমা আমার চিঠির গায়,
প্রদীপ যদি হাসতে থাকে নিবিয়ে দিয়ো তায় ।
দাও যদি সে পাবই আমি, পাবই আমি টের,
হাওয়ার আগে হ'বে বিলি বার্তা হৃদয়ের ।
আসবে স্বপন তোমার বেশে মুদলে আঁখির পাত,
কাটবে সারা রাত্রি সুখে বন্ধু ! প্রিয় ! নাথ !
দূর থেকে সুর লাগবে বীণায়,—জাগবে গো অন্তর,
আমার চিঠির মাঝখানে তাই সাড়ে চুয়াত্তর ।

আজিকে রাতি

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রিয়া, সেই প্রিয় পূর্ণিমা রাতি সেই চম্পক সুরভি—
বাজে দরবারী কানাড়া কোথাও কোথাও বেহাগ পূরবী।
সমুখে মাধবী তেমনি শ্যামলা, শাখে থলো থলো কুঁড়ি গো,
বরণ পিঁড়িতে এখনো রয়েছে পুরানো এলুন-গুঁড়ি গো,
কোকিলের ডাক তেমনি মদির, কই তো হয় নি পুরাতন ?
মণি-মঞ্জীর-ঝংকৃত-নিশি বাজে কঙ্কন কনকন।
এ রাতি করেছে মধুরা
যুগের যুগের কিশোর-কিশোরী জগতের বর-বধূরা।

হয়তো এমন আলোক-তিথিতে তুমি যা বলেছ মিছে নয়,
হ'লো সাবিত্রী-সত্যবানের শুভদৃষ্টির বিনিময়।
আজও শোনা যায় কলধ্বনি যে সেই স্রোতবহা মালিনীর,
বেতসকুঞ্জ তেমনি শোভন হয়নি বদল অবনীর।
চন্দ্রাপীড় আর কাদম্বরীর বাসর-জাগা এ-রজনী।
কত চাঁদ মুখ সুধা দিয়ে এর গরব বাড়ালো সজনি।
যায় নি, যাবার কিছু নয়—
তৃষিত অধর উৎসুক বুক তেমনি রয়েছে সমুদয়।

এই সুধাময়ী ক্ষুধাময়ী নিশি বুঝিতে পারি নি কি বটে ?
নৃত্যে ইহার একটি ভঙ্গী প্রিয়তমে ডাকে নিকটে।
সুধার-গাগরী কক্ষে ইহার চুন্নুরিয়া শাড়ী পরনে,
লালে লাল করি' চলে সুন্দরী অনুরাগ-রাঙা চরণে।

কতই শিরিন কত ফরহাদ্ কত জুলিয়েট রোমিও,
কুসুম-বিছানো এই পথে গেল তারপর তুমি আমিও।
এ-নিশি কি কেহ ভোলে গো ?
অমর হয়েছে রাই ও কানুর ঝুলন রাসে ও দোলে-ও।

লাগে না কি ভালো ? মোর ভালো লাগে,
ভালো লাগে মোর অতিশয়,
পরিচিত সেই রঙ্গমঞ্চে এই নূতনের অভিনয়।
সুরভিত হ'লো যে নিশি মোদের স্মৃতির গোলাপী আতরে,
তরুণ-তরুণী গোলাপে গোলাপে সাজাইছে তারে আদরে।
আছে পথ-চাওয়া সেই গান-গাওয়া বহে সেই হাওয়া অনুখন,
ফোটে সেই ফুল সেই গাছে আজও সেই সে-বিরহ সে-মিলন।
সে-বাঁশীই বাজে অবিরাম—
উহাদের চেনা আমাদের চোখে লীলা হ'য়ে রাজে অভিরাম।

কী কথাটি ?

—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

এসেছিলেম একটি কথা কইতে তোমার কানে কানে,
হায় গো সেটি হারিয়ে গেল যাই তাকালে মুখের পানে !
কী কথাটি ? কোন্ কথাটি ?
বুকের গোপন কোন্ ব্যথাটি ?
ফুটতে না ফুল কোন্ লতাটি শুকিয়ে গেল ? কে তা জানে !
ভেবেছিলেম একটি কথা কইব তোমার কানে কানে !

বলছিলেম কি—তোমার ছুটি রাঙা-রাঙা নরম গালে—
ঐ যা আবার গেলেম ভুলে ! ফিরে কেন ফের তাকালে ?
সবুর কর—দেখচি ভেবে,
চাইচি একটা জিনিস—দেবে ?
না না একটা হরিণ নেবে ?—এনে দেবো কাল সকালে।
ভুলে গেলেম বলছিলেম কি তোমার ছুটি রঙীন গালে !

ও কথা নয়, ও কথা নয়—অন্য কথা বলতে ছিল,
তোমার চোখের চম্‌কে চাওয়া চমক আমায় লাগিয়ে দিল।
পড়চে মনে, পড়চে মনে,
এইবারে এই এতক্ষণে
তোমার হাসি ঠোঁটের কোণে গোলাপ-কুঁড়ি কুড়িয়ে নিল !
ও কথা নয়, ও কথা নয়—অন্য কথা বলতে ছিল !

দেখলে তোমার রকম-সকম মুখখানি ছল রঙ্গ ভরা,
বড্ডো আমার ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে—সয় না ত্বরা,
তারপরের কি কথাগুলি
ঐ যা আবার গেলেম ভুলি,
তোমার গালে পেয়ারা-ফুলি রঙটি আমের পড়লো ধরা!
কী জানি কি ইচ্ছে করে দেখলে তোমার রঙ্গ করা!

তুমি দেবী কল্প-লোকের—মর্ত লোকের নও মানবী,
আমি ঘৃণ্য বন্য পশু হিংস্র ভীষণ মাংস-লোভী,
তোমার আঁখির দৃষ্টি-তলে
কী অপরূপ দীপ্তি জ্বলে!
বক্ষে তোমার তৃপ্তি ফলে—ধন্য হলেম সঙ্গ লভি!
তুমি দেবী কল্প-লোকের—মর্ত-লোকের নও মানবী!

কি বলতে কী ফেলচি বলে'—পাগল আমি হলেম নাকি?
আবোল-তাবোল বকচি কেবল আসল কথা রইল বাকী!
হায় ভোলা মন সর্ব্বনেশে,
নাকাল আমায় করল শেষে,
একটি কথা বলতে এসে আর এক কথা বলতে থাকি!
কি বলতে কী ফেলচি বলে' পাগল আমি হলেম নাকি?

কৌতুকে ও কৌতূহলে উপচে তোমার পড়চে হাসি,
ওগো আমি বড্ডো তোমায় বড্ডো তোমায়—এখন আসি;
এবার যখন আসবো কাছে,
আনবো লিখে ভুল হয় পাছে
কী কথাটি বলতে আছে—তিরিশটি দিন বার-মাসই!
কৌতুকে ও কৌতূহলে ঠিক্‌রে পড়ে তোমার হাসি!

যে কথাটি ভেবেছিলেম কইব তোমার কানে কানে,
হায় গো সেটি হারিয়ে গেল যাই তাকালে মুখের পানে !
কী কথাটি ? কোন্ কথাটি ?
বুকের গোপন কোন্ ব্যথাটি ?
ফুটতে না ফুল কোন্ লতাটি শুকিয়ে গেল ? কে তা জানে !
ভেবেছিলেম একটি কথা কইব তোমার কানে কানে !

মন্ত্রহীন

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি, গৃহিণি, সচিব, সখি হে প্রিয়া,
বয়স মোদের হয়ে গেল ঢের পারে যাবো কোন্ পাথেয় নিয়া ?
কাশী গয়া দূর, এই তো বেলুড়, তাই বা সেখানে গেলাম কবে ?
আকাশ এদিকে হয়ে এল ফিকে সাধুসঙ্গ সে কবে বা হবে ?
দুঃখ তোমার পঞ্চাশ পার,—তবুও দীক্ষা নিই নি আমি,
শাস্ত্রে স্থির আছে নাকি স্ত্রীর হয় না মন্ত্র না নিলে স্বামী।
আপনি মজিনু তোমা মজাইনু, ক্ষমা করো মোরে মমতাময়ী,
ছুটির বেলায় আজীবন ত্রুটী সেরে নিব তার সময় বা কই ?

তবু শোনো সতি, গোপনীয় অতি কহি আজ কিছু আশার কথা,
তোমার পতি যে মন্ত্র নেয় নি শুনেছ যা, নহে যথার্থ তা।
আমার মন্ত্র জনম অবধি আমারে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,
তব মুখ হ'তে আমার দেবতা সে মন্ত্র মোর শ্রবণে দিল।
সেই দিন হ'তে ওই তনু মাঝে তনু হারাইল দেবতা মম,
জপি আমি নাম—হে আমার কাম, হে আমার প্রেম, হে প্রিয়তম !
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি, গৃহিণি, সচিব, সখি হে প্রিয়া
তোমারই তনুর ঝর্ণা-ঝারায় আজও সুশীতল আমার হিয়া।
তারই গৌরবে গরবী যে আমি, তারই দানে ধনী করেছে যে সে,
পলাশের ঝরা পলাশে যেমন পলাশের তলা চৈত্র শেষে।
তাহারই পরশ অমৃত-সরস, দরশ তাহার নয়ন-রম,
সে তনু নোয়ায়ে তুমি প্রণমিলে মনে মনে বলি—নমো হে নম,
নমো নমো নম সুন্দরতম, আমার প্রিয়ার মোহন দেহ,
যুগে যুগে দেয় পরমানন্দ, নরকের দ্বার বোলো না কেহ।

বালগোপালের ধাত্রী ও-দেহ, ধরা দিল মোর বাহুর পাশে,
ক্ষীর-সায়রের ওই তরঙ্গে কত চাঁদমুখ ভাসিয়া আসে।
দেবতা আমার ভিখারী হইল ওই ফুলে পূজা পাবার লোভে,
ওরই রসায়নে অতনু মদন মদনমোহন মূরতি লভে।
ও-তনু আমার হেম-ধূপাধার, রূপানল বহ্নি' জাগিয়া থাকে,
মুঠা মুঠা মোর কামনা পুড়ায়ে মন্দিরখানি সুরভি রাখে।
প্রিয়ার তনুর অনু-পারাবারে তরঙ্গময় তড়িৎ নাচে,
সেথা ফুটে উঠে যে লীলাপদ্ম, আমার দেবতা তাহাই যাচে।
ও-তনু পুড়িবে—ভস্ম উড়িবে, সে কথা আমার অজানা নহে,
বুকে রেখে তারে চোখে আসে জল, তনু চুপে চুপে আমারে কহে;—
আমিই আমার লীলা তরঙ্গে গোপনে আপনা ভাঙি ও গড়ি,
সে ভাঙা-গড়ায় যে 'আছে' রয়েছে সে থাকারে 'নাই' কেমনে করি ?
শুধু ছল ক'রে লুকাই বন্ধু, কত কাঁদো তাই দেখিব ব'লে,
কত কেঁদেছিনু সে কথা কহিতে ফিরে ফিরে আসি তোমারি কোলে।
আছি আছি আমি, আছ আছ তুমি, আমি প্রিয়া আর তুমি যে প্রিয়,
আমার এ রাঙা চেলীর প্রান্তে বাঁধা আছে তব উত্তরীয়।
যা ছিল আমার স'পেছি চরণে বসন ভূষণ শরম মম,
এবারের এই তনুর লীলায় পেলে কি তৃপ্তি হে প্রিয়তম ?
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি, গৃহিণি, সচিব, সখি হে প্রিয়া,
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে আমার মুক্তি তাহাই দিয়া।
আমার গুরুর উপবীত নাই, কণ্ঠে তাহার কনক-হার ;
শিরে নাই শিখা নাই জটা-জূট, আছে বেণী আছে অলক-ভার।
কপালে নাহিক ত্রিপুণ্ড্র-রেখা, সিঁদুরের টিপ পরে সে ভালে।
তা ব'লে শাস্ত্র-সম্মত কিগো ত্যাগ করা গুরু প্রৌঢ় কালে ?
তদুপরি শোনো আমার মতন গুরুর ভাগ্য করিল কেবা ?
রাতে দেয় কানে মুক্তিমন্ত্র দিনে করে মোর চরণ সেবা।

ধার দিয়ে তার তনুবীক্ষণ বিশ্বরূপ সে দেখায় মোরে,
বিস্ময়ে হেরি তারি রূপ ঘেরি' আমার রূপের জগৎ ঘোরে।
পরশিয়া নীর বৈতরণীর সহধর্মিণী শপথ করি—
এ নহে সত্য—নাস্তিক, তাই মন্ত্রবিহীন জীবন ধরি।
বৃন্দাবনের চিরসুন্দরে ডুবিতে দেখেছি ও-রূপদহে,
তাঁরে খুঁজে তাই সাঁতারি বেড়াই বিশ্বাস নাই সকলে কহে।
তোমারি মিলন-আস্বাদে মম তাহারি বিরহ হৃদয়ে জাগে,
কত কটু তারে কহি বারে বারে, কভু অনুরাগে কখনো রাগে।
বন্ধু, বন্ধু, হৃদয়-বন্ধু, কেঁদে কেঁদে তারে কত যে ডাকি,
দুখের বাঁশরী বাজায় সে শুধু সকল সুখের আড়ালে থাকি'।
সেই সুন্দর মম মনোহর ধরা দিতে এসে দিল না ধরা,—
তবে আর সখি মিছে কেন যত শুকনো পুঁথির মন্ত্র পড়া ?
অশ্রুতে গাঁথা না-পাওয়ার ব্যথা, সেই মালা জপি দু'জনে মিলে,
এস মোর জ্যোতি, এস মোর সতি, মন্ত্র এবার নাই বা নিলে !

আলো-বীণা

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

ফুল-ফুটানো আলোর বীণা শুনেচ ?
কিরণ-তারে যতির গতি গুনেচ ?
ঝল্‌মলানো আলোর জ্বালা, চন্‌মনে ও সুরের মালা !
সেই মালাতেই পরীর স্বপন বুনেচ ?
প্রাণের কানে আলোর বীণা শুনেচ ?

উষার কোলে পূর্বতে কি উঠচে ও ?
সাত-রঙা ঐ আলোর সুরই ছুটচে গো !
কমলদলের পাতায় পাতায় (জলবালার গানের খাতায়)
আলোর স্বরলিপি, মরি, ফুটচে গো !
গায়ক রবি শয্যা থেকে উঠচে গো !

দুপুর-বেলায় আলোক-দেবের তানপুরায়,
দাউ-দাউ-দাউ সুরের শিখা প্রাণ পুড়ায়।
রুদ্র-বীণার দীপক-রাগে বিশ্ব-হিয়ায় আগুন লাগে—
ফিনিকে তার সবুজ লতার জান ফুরায় !
মূর্ছনা কি শুনছ না রে তানপুরায় !

সন্ধ্যা-মেঘে বাজচে আলোর মন্দিরা,
গান ধরেচে পরলোকের বন্দীরা !
সূর্য গেল অন্ধ হয়ে, ডুবল হাসির ছন্দ লয়ে—
সঙ্গে গেল অরুণ-রাগের ছন্দীরা।
শোন্ পূরবীর দুঃখ-তালের মন্দিরা।

ঝিম্‌ঝিমিয়ে ঝিমায় কালো রাতিয়া,
চিত্ত হ্য রে, আন্ধিয়ারে তাতিয়া।
ভাঙা-মেঘের গোপন চাঁদে,   বুক-চাপা ঐ কি সুর কাঁদে,
এলিয়ে পড়ে যায় যে ভিজে ছাতিয়া,
কোন্ সুদূরের বেহাগ-ভরা রাতিয়া।

এমনি ক'রে আলোর বীণা বাজচে গো !
হাসচে আহা নাচচে আহা কাঁদচে গো !
শোনো, গভীর মর্মকোষে,   দীপ্ত বীণার যন্ত্রী ব'সে,
তন্ত্রীতে সে সুর খেলিয়ে যাচ্চে গো—
আলোর পরে আলোর ধ্বনি বাজচে গো !

অভিসারিকা

—কালিদাস রায়

নতুন হয়েছে বিয়ে, ঘোরেনি বছর
তখনো রোজই রাতে মোদের বাসর।
দিনে তুমি সংসারে পরিচারিকা
নিশীথে কুঞ্জে মোর অভিসারিকা।
মনে পড়ে শাঙনের বাদল রাতি
গৃহকোণে মিটিমিটি জ্বলত বাতি।
ডোবায় গাইত ব্যাঙ, লাগত মিঠে,
আসত জানালা ফাঁকে জলের ছিটে
জুঁইএর গন্ধে ভরা বাতাস নিয়ে,
ভাবতাম কখন বা আসবে, প্রিয়ে।
ডেকে ডেকে সারা হ'তো কপোতগুলো,
সহসা আসতে তুমি মাথায় কুলো।
শাঙনে আঙিনা কাদা পঙ্কে ভরে
পঙ্কজ ফুটিয়ে সে পঙ্ক 'পরে,
এসে ত্বরা কূয়া পাড়ে ধুতে যে চরণ,
রিমিঝিমি করত সে বার্তাবহন।
নিয়ে জলো বাতাসের ঝাপটা কেশে
ভেজানো দরজা ঠেলে আসতে শেষে।
বলতাম এত দেরি! যত বাজে কাজ!
বলতে কোথায় দেরি? তাড়াতাড়ি আজ।
খাওয়া-দাওয়া শেষ আজ সকাল-সকাল
ঘড়ি দেখ, সবে সাঁজ, হায় রে কপাল!

শুকাতো না বাদলায়, চুল এলো তাই
আজিও আমলা বাস সে চুলের পাই।
বলতাম, ছেড়ে ফেল শাড়ীটা ভিজে,
ভোগাবে অসুখ হলে ভুগবে নিজে।
কত বাহারিয়া শাড়ী তোরঙ ভরা
একখানা বার ক'রে পরো না ত্বরা।
যখন পরার কথা নীলাম্বরী
তখন মানায় এই আটপহরী ?
এতে তুমি মোর পরে রাগতে ভারি
বলতে ভাঙব কেন পোশাকী শাড়ী ?
বলতাম, খুলে ফেল গয়নাগুলো,
নিশ্চয় নয় ওরা নরম তুলো।
ফুলের গয়না যার পরার কথা
কঠিন ধাতুতে তার কেন মমতা ?
বলতে ফুলিয়ে ঠোঁট দুলিয়ে আঙুল
মালিনী একটা রাখো যোগাবে সে ফুল।
চাবির রিঙটা খুলে টেবিলে থুয়ে
প্রদীপ নিভাতে যেতে মুখের ফুঁয়ে !
বলতাম ওকি করো দাও জ্বলতে
বরং উস্কে দাও ওর শলতে।
এই নিয়ে আরো কত কলহের ছল
মিলনের ক্ষীরে মধু যোগাতে কেবল।
লাগত বাদলা রাত মধুর বড়,
করত নিভৃত ঘরে নিভৃততর।
আকাশ বাতাস মেঘ মাততো রাতে।
জোরে জোরে কথা বলা চলত তাতে।

চমকাতো বিদ্যুৎ ধমকাত মেঘ
ভাঙাত তোমার মান সভয় আবেগ।

মেঘের ডাকের কি যে আসল মানে
নবদম্পতি ছাড়া কেই বা জানে ?
নওল প্রেমের হয়ে চির পরিবেষ
মনে হতো এ বরষা হ'ক না অশেষ।

কনকাঞ্জলি

—নরেন্দ্র দেব

এ কি ঢেলে দিলে অমৃত মদিরা অধীর অধরে মোর ;
বহে বিদ্যুৎ বেপথু অঙ্গে আঁখিতে ঘনায় ঘোর।
বিপুল পুলক-শিহরণে ঘন দেহ মন ওঠে কেঁপে,
জাগে আনন্দ-অনুভূতি অতি সব অন্তর ব্যেপে !
এ কি অনুরাগ নিবিড় সোহাগ নিবেদিয়া দিলে তুমি,
এক নিশ্বাসে নিঃশেষে মোরে নিঃস্ব করিলে তুমি।
কোন্ হোম-হবি সোম-রস-ধারা তৃষিতে করালে পান ?
কোন্ দুর্লভ দ্রাক্ষা-আসব বুভুক্ষে দিলে দান ?
তোমার অধর ভৃঙ্গারে এ কি শৃঙ্গার-সুধা ভরা !
গাঢ় মিলনের মোহন মুদ্রা, অন্তর-ক্ষুধা-হরা ?
নন্দন-বন-বসন্ত যে গো বক্ষে উঠিল ফুটে,
নিখিল কোকিল-কুহরণে যেন শ্রবণ ভরিয়া উঠে !
কি ছিল লুকানো কোন্ মায়ামধু সীধু-ধারা বিধুমুখে,
পান করে প্রাণ মেতে ওঠে আজ অসহ্য কোন্ সুখে।
এ কি অপূর্ব প্রীতি-রোমাঞ্চ জাগে প্রতি রোম-কূপে
সুখ-স্বপনের গোপন কুঞ্জে ডাকে যেন চুপে চুপে !
শোণিতে সহসা জ্বলে ওঠে এ কি রঙীন ফাগুন-বিষ
তোমার অধর-আদর আমার কামনা-অহর্নিশ !
পদ্ম-অধর-মন্থন-মদে উন্মাদ আজি প্রাণ।
এ কি অকুণ্ঠ নীলকণ্ঠের আকণ্ঠ বিষ-পান ?
তোমার সরস অধর পরশ করে কি সঞ্জীবিত,
নিখিল সৃজন কামনার বীজ, জীবন অনিন্দিত ?

তাই কি ও মুখ-মধু-আস্বাদে লুব্ধ কাঙাল সম
তীব্র তৃষার হাহাকারে মরে লালায়িত চিত মম ?
শরম দ্বিধার সব সংকোচ নিমেষে হয়েছে দূর
মর্ম-বীণার তারে তারে আজ অবাধ মিলন-সুর !
অধর-তীর্থে দুটি চিত্তের বিচিত্র বিনিময়,
বন্দিত ঘন মনোমন্দিরে শাশ্বত প্রেম জয় !
তরুণ তনুর চৌদিকে আজ যৌবন যেন জাগে,
সার্থক করি সকল সাধনা বিহ্বল অনুরাগে !
জীবন-উষার অভিষেক আজ অধর-প্রয়াগ তীরে !
তোমার প্রণয়-প্রসাদ-মুকুট গৌরবে শোভে শিরে !
তব চুম্বন-প্রেম-চন্দনে রঞ্জিত দুটি আঁখি,
ললাটে চিবুকে কপোলে কণ্ঠে ধন্য হয়েছি মাখি !
ওগো, এ মিলন-মহামুহূর্তে দেহ মনে শুধু চাই,
তোমাতে আমাতে বুকে মুখে যেন নিঃশেষ হয়ে যাই ।

বাঁধন

—মোহিতলাল মজুমদার

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে।
দীপ মিটি-মিটি শেষ হয় রাত,
শিশু আর পাখী আনিছে প্রভাত,
বড় হাত মোর কণ্ঠে জড়ায়,
ছোট হাতখানি বুকে আসে—
পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল কলভাষে।

আজি নিশা-শেষে একি সুমধুর জাগরণ!
একি আঁখি-সুখ আহরণ!
কচি অধরের হাসির কাকলি
কোন্ সুখে প্রাণ তুলিছে আকুলি'।
রমণীর মুখে নূতন মহিমা—
নিমেষে টুটিল আবরণ।
আজি নিশা-শেষে একি সুমধুর জাগরণ।

ঘুম-ভাঙা আঁখি হেরিছে স্বপন অনিমেষে—
স্বরগ-সুধার রসাবেশে!
প্রিয়া চেয়ে আছে শিশুর বয়ানে—
শিথিল বেণীটি লুটায় শিথানে,
ঝল্‌মল্‌ করে হাতখানি তার
পয়োধর-মূলে সরে' এসে!—
মোর আঁখি আজ হেরিছে স্বপন অনিমেষে।

বধূ ও জননী পিপাসা মিটায় দ্বিধাহারা—
রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা !
অধরে মদিরা, নয়নে নবনী,
একি অপরূপ রূপের লাবণি !
সুন্দর ! তব একি ভোগবতী
মরম-পরশী রসধারা !
বধূ ও জননী পিপাসা মিটায় দ্বিধাহারা।

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে।
জনমে-জনমে ওই বহুপাশ,
শিশু-কণ্ঠের ওই কলভাষ,
বাঁধিয়াছে জানি গাঁটছড়াখানি
দ্বিগুণ করিয়া দৃঢ়-ফাঁসে—
তাই ধরা পড়ি এই ধরণীর বাহুপাশে।

দিনান্তে

—শ্রীসুশীলকুমার দে

ধূলি-বিলিপ্ত ধূসর গোধূলি রাঙা হয়ে ওঠে হেসে
পশ্চিম পথশেষে,
অস্তরাগের সাগরে ডুবায়ে দিবসের যত শোক,
মন্থর সুখে ভরি' অন্তরলোক ;
রচে রাত্রির তোরণ আলোক-ছায়ার মায়াবী কবি
শতবর্ণের শতপর্ণটি প্রীতিরসে পল্লবি'।

তার মাঝে তব অরূপ রূপটি ফুটে ওঠে পলে-পলে
আঁধারের উৎপলে ;
কালো চোখে শুধু তারার দীপ্তি, তৃপ্তির রসধারা,
মানস-আকাশে শান্তি অন্তহারা,
সরস তোমার পরশ-এড়ানো তনুর অতীত তনু
গোপন-আলোকে জড়ানো ছড়ানো ছায়ার ইন্দ্রধনু !

অন্তিম-তটে চিনিব তোমারে, আঁকি' ল'ব আঁখি ভরি',
জ্বালো আলো ভালো করি' ;
দিন যার দুখে হয়েছে দীর্ঘ, কি এনেছ তার লাগি'
ধূলিমাঝে ভুলি' ক্লান্ত যে আছে জাগি' ?
তোমার আঁধার-বিজন জগৎ হতে আজ আশ্বাসি'
আঁধারের ভাষা, আঁধারের আশা কি এনেছ ভালবাসি' ?

নিশিগন্ধার গুচ্ছ কি আছে বক্ষের কাছে ঢাকা
গহন-গন্ধ-মাখা ?
রহে কি বিলীন তুহিন-কণাটি নয়নের কোণে ভাসি' ?
এনেছ অধরে ভরি' আঁধারের হাসি ?
তমোময় তব আলয়ে জ্বলে কি, উতরি' আলোর কারা,
চির-বিজয়ের বিজন লগ্নে দৃষ্টি সৃষ্টিহারা ?

মুখর প্রখর দিবস গিয়েছে, দিবসের ক্ষতি ক্ষত
একান্ত অপগত ;
ঘুচে গেছে আজ দ্বন্দ্বের দ্বেষ, দুরাশার বিদ্রোহ,
লক্ষ্যবিহীন দুঃখের হীন মোহ ;
থেমে গেছে আজ সব কোলাহল, নেমে গেছে হলাহল,
যাহা চঞ্চল ঢেকে দেয় তারে আঁধারের অঞ্চল।

জানি, জানি—গেছে প্রভাতের গীতি, গেছে প্রদোষের প্রীতি,
দিনের আলোর স্মৃতি ;
জানি না, অতল আঁধারের তলে কি মমতা-ধারা লুটে,
কি অশেষ দান শেষ আনে করপুটে ;
হে অপরিচিতা, দিবসের চিতা নিভাতে শান্তিবারি
অন্ধকারের অলকনন্দা দিয়েছে কি উৎসারি' ?

দিনের আলোকে যে-ফুল ফোটে না বুঝি তার মধুকণা
করে আজ উন্মনা ;
ভাষার আভাসে যে-কথা বাজে না, বুঝি আজ তাই বাজে
তোমার মধুর মহামৌনের মাঝে ;

আলোর আড়ালে রহে যাহা, তার আন তুমি পরিণতি,—
আঁধার-লীলার শিলাবেদীমূলে তাই আজ করি নতি।

কাছে এসে তবু আপনার মাঝে আপনি রহিবে দূরে ?—
কত আর মরি ঘুরে!
জীবন দিয়ে যে জীবন-প্রতিমা প্রতিদিন আমি গড়ি
স্বপনের মাঝে কেমনে তাহারে ধরি ?
মাধুরী ধরেছে মূরতি তোমার ধ্রুবতারকার দেশে,—
রহি' রহি' শুধু সুদূর সুরভি প্রাণের প্রবাহে মেশে।

আলোকে লুকায় তব কালো চোখ, এলে নিরালোক পথে
অমরালোকের রথে ;
আনিলে গোপনে গানের ছন্দ,—প্রাণের স্পন্দ নাহি ?
—ধূলির আসনে ধ্যানচোখে আছি চাহি ;
আঁখির প্রদীপ, আকাশের দীপ, স্নেহরসে থরথরে,—
এবার কি মোর ঘরের প্রদীপ জ্বালিবে না মোর ঘরে ?

এস কাছে-কাছে, বাহিয়া এবার ছায়াপথে মায়াতরী,
তিমির তীর্থচরী!
সুখের স্মৃতিটি দুখের প্রীতিটি বক্ষের তলে ঢাকো,
পথের প্রান্তে রাখিবার যাহা রাখো ;
তিমিরে নিবিড় মোর চোখে শুধু পড়ুক তোমার চোখ,
তারি দীপ্তির তৃপ্তিতে শুধু শুভদৃষ্টিটি হোক্!

যাবে বধূ সেই দেশ ?

—শ্রীকৃষ্ণধন দে

তারকাবিহীন অন্ধকারের পঞ্জরে
পথহারা ঝড় কাঁদে যে ককিয়ে, শুনতে পাও ?
জমেছে আঁধার দিশাহারা ধূ-ধূ প্রান্তরে,
কদম-কেয়ার বন একটি কি নেই কোথাও ?
সাতটি সাগর, তেরোটি নদীর ও-পারে পথ,
রাজার দুলাল এঁকেছে সে-পথে ভবিষ্যৎ,
জ্যোছনা-হারানো মৌন নিশার নূপুর-সুর
সুদূর গগনে এখনো যেখানে হয় নি শেষ,—
···যাবে বধূ, সেই দেশ ?

কোথা নিশি-পাওয়া যূথিকাবনের নিশ্বাসে
জড়ায় নিবিড় চারপাশে ভীরু অন্ধকার,
কালো-মেঘভরা কালো চোখে কার নিদ্ আসে,
কে আজ খুলেছে হারানো যুগের বন্ধ দ্বার !
সেই রূপকথা বল বল তুমি আমার কাছে,
—সে-অচিন্‌পুরী আকাশের নীচে কোথায় আছে,
শিয়রে ও-কার সোনার প্রদীপ এখনো জ্বলে,
হিমেল হাওয়ায় কে দিয়েছে মেলি' কাজল কেশ ?—
···যাবে বধূ, সেই দেশ ?

গহিন রাতে যে-রূপকথা বলে চাঁপার বন
অতন্দ্র পথ সে-কাহিনী তার নীরবে শোনে,
তার সাথে আজ শুনি সে কাহিনী মোরা দু'জন,
শোনে ফালি-চাঁদ কালো আকাশের রুপালী কোণে।
পাষাণ-পুরীতে ঘুমে অচেতন রূপসী মেয়ে,
মালতীমালার গন্ধ কাঁদে-যে অঙ্গ ছেয়ে,
অভিমানে তার কুসুম-মেখলা গেল-যে ছিঁড়ে,
শিথিল হোল-যে তন্দ্রা-অলস বাসক বেশ,—
…যাবে বধূ, সেই দেশ ?

ঐ শোনো বধূ, কে কাঁদে কানন মর্মরে
—হাজার যুগের রাজার দুলালী সুন্দরী,
নিশীথ-বাতাসে কনক-নূপুর গুঞ্জরে,
পথের চিহ্নে ফেলে যায় নীপ-মঞ্জরী,
নয়ন-কাজলে এঁকে যায় লিপি পথের ধারে,
ফুলের আখরে মনের কথাটি জানায় কা'রে,
আজো সে একলা আসে অভিসারে শুক্লারাতে,
—শোন নি কি তা'র মদির-মধুর নূপুর রেশ ?
…যাবে বধূ, সেই দেশ ?

পড়ে' আছে পথ অতীত যুগের চেতনা-হারা,
তুমি আর আমি চলেছি যাত্রী অসীমকাল,
তোমারি নিবিড় কালো কুন্তলে জ্বলে-যে তারা,
চোখে আঁকা কত মধু-যামিনীর ইন্দ্রজাল,

পাতাল-পুরীর প্রবাল-দুয়ার কে রাখে খুলে,
ঘুম-ভরা চোখে কে জাগে প্রহর এলানো-চুলে,
নাগিনীরা রচে ফণার মালায় মেখলা কা'র,
নয়ন-প্রহরী জানে না ক্ষণিক তন্দ্রালেশ !
···যাবে বধূ, সেই দেশ ?

হিম-পাণ্ডুর আকাশের নীচে ঘুমায় রাত,
চাঁদ ডুবে গেছে দূরে দেবদারু-সরল-বনে,
আমারে ঘিরে কি কামনা-তপ্ত ও-দু'টি হাত
কাঁপিবে অধীর নিবিড়-মদির আলিঙ্গনে !
রূপকথা আজ মুখর হয়েছে ও-কার চোখে,
কে যেন ডেকেছে মায়াবী নিশার স্বপ্নলোকে,
বিদায়ের ক্ষণে ঊষা-তারকার অস্তপথে
কনকদুয়ারে কে হেরে তোমারে নির্নিমেষ !
····যাবে বধূ, সেই দেশ ?

হৃদয়-মাল্য

—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ফিরে চাও বালা, আমার এ মালা ভাল করে' তুমি পরখ কর,
ক্ষণ-মিলনের এ শুভ লগনে অন্তর-দীপ তুলিয়া ধর !
ভাল করে' দেখ সে দীপ-আলোকে
এ ফুল কখনও পড়েছে কি চোখে,
বাসনার নব দলগুলি তার রঙীন হয়েছে নবীনতর !

কত আশা করে' গেঁথেছি এ মালা জীবনের সাধ পরাব গলে,
পরশে তাহার কাঁপিয়া উঠিলে কি ব্যথা জাগিল মরম-তলে ?
নয়ন-মোহন ভোরের স্বপন
অন্তরপুরে ছিল কি গোপন,
আজিকে সহসা ভুলে-যাওয়া গান মনে পড়ে' গেল নয়ন-জলে !

এমন জ্যোৎস্না !—কাছে সরে' এস, বাহু-বন্ধনে জড়ায়ে রাখি'—
জীবন-মরণ রাঙাইয়া দিবে করপল্লবে রঙীন রাখী—।
বুকে মাথা রাখ, চোখ তুলে চাও,
চুমায় চুমায় ভুবন ভুলাও,
মিলন-সন্ধ্যা মন্থর হোক্ তব অলকের গন্ধ মাখি'।

তনু-দেহ তব কেন শিহরায় তপ্ত বুকের পরশ লেগে,
পরশ-বিধুর বিগত দিনের মলিন মাধুরী উঠে কি জেগে ?
তোমার দীর্ঘনিশ্বাস বায়
মালার এ ফুল যদি বা শুকায়,
তব মালঞ্চে কবি-মালাকর ফুলদল লবে আবার মেগে।

আমার এ মালা দিই নি কাহারে গাঁথা মালা মোর গিয়েছে ঝরি'—
পথে পথে তোমা খুঁজিতে আবার তুলেছি পুষ্পপাত্র ভরি' ;
কত চেনা মুখে পড়িয়াছে আলো,
হয়তো কাহারে লাগিয়াছে ভালো,
কেহ হাসিয়াছে নিকটে আসিয়া কেহ বা দাঁড়াল ছু'বাহু ধরি' !

এ মালা তাই তো লুকায়ে রাখিনু বুকের আড়ালে জানে নি কেহ,
পুষ্প-পরাগে করে' প্রসাধন জানে না তাহারা ফুলের স্নেহ।
আমারে চাহিল, চাহিল না মালা,
জানে না তাহারা ফুলের কি জ্বালা,
তাই তো তোমারে খুঁজি বারে বারে পথে পাব বলে' ছেড়েছি গেহ।

আপনা বিলাতে যদি দেখা দিলে শেফালি বনের পুষ্পরানী,
আজি কোজাগরী, হে প্রেম-নাগরী, শরমে দিও না ঘোমটা টানি।
ব্যথা জান বলে' তোমারে জানাই
মম জীবনের কত বেদনাই,
তোমারে জানাই ধূলি-বিমলিন বিফল মালার মরম-গ্লানি।

মুখ পানে চেয়ে যদি কথা কও দেখিবে সেথায় আরতি করে
এ ছুটি তৃষিত নয়ন-প্রদীপ কম্পিত শত শঙ্কা ভরে ;
চির-রহস্যে ঢাকা আলো ছায়া
তারই মাঝে তুমি লভিয়াছ কায়া,
দিনু শরতের অশ্রুধারায় হৃদয়-মাল্য তোমারি করে।

দুজন

—জীবনানন্দ দাশ

'আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো ;—এক নক্ষত্রের নীচে তবু—একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি ; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়,
হয় নাকি ?' বলে সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে ;
আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে
প্রাণ তার ভরে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এল—মনে হয়—যেন কিছু চেয়ে—
কিছু একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জাম বট অশত্থের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে নড়ে-চড়ে ঘাসের উপর ঝরে পড়ে ;
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল।

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে ঃ
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নারী তার সঙ্গীকে ; 'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি ;—তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল ;—একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝরে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'
এই বলে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর !
হলুদ রঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেপে যেতেছে শরীর ;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির ;—

প্রেমিকের মনে হল ঃ এই নারী—অপরূপ—
খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে ;
যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর—জনিত বাসনা নিজে—
বাসনার মতো ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার ।'

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

—নজরুল ইস্‌লাম

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন্ হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আস্‌ল উদাস, শ্বসল হুতাশ
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক-পাণির শূল আসে।
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ	হাস্‌ল আগুন, শ্বসল ফাগুন,
মদন মারে খুন্‌-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমূল ঘায়েল ফাগ লাগে ঐ দিক্‌-বাসে
গো	দিগ্‌বালিকার পীতবাসে ;
আজ	রঙন এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ	সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ	কপট কোপের তূণ ধরি,
ঐ	আস্‌ল যত সুন্দরী,
কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে—
তাদের-প্রাণের-'বুক-ফাটে-তাও মুখ ফোটে-না'
বাণীর-বীণা মোর পাশে,
ঐ	তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ	সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ	আস্‌ল ঊষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আস্‌ল নিকট, আস্‌ল সুদূর,
আস্‌ল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা গাজন-উচ্ছ্বাসে !
ঐ	আস্‌ল আশিন শিউলি শিথিল
হাস্‌ল শিশির দুব্‌ ঘাসে
আজ	সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ	জাগ্‌ল্‌ সাগর, হাস্‌ল মরু,
কাঁপল ভূধর কানন-তরু,
বিশ্ব-ডুবান আস্‌ল তুফান, উছ্‌লে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর	ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বাম পাশে।
মন	ছুটছে গো আজ বল্গা-হারা অশ্ব যেন পাগলা সে
আজ	সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ	সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!!

দুষ্মন্তের খেদ

—প্রমথনাথ বিশী

ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না চূতমঞ্জরী, ঝরায়ো না মিছে পুষ্পধূলি,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
কুরুবক থাক কোরকে বদ্ধ, হায় পিক, তুমি কণ্ঠ খুলি
গাহিবে যে সুর, আঁখি ভরপুর,
আজি কতদূর শকুন্তলা !

মালিনীর তীরে চরণের ছায়া ঢাকিয়াছে লোভী দূর্বাঘাস,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
বনজ্যোৎস্নার কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরে বায়ু ফেলি দীর্ঘশ্বাস ;
মাঠেও তো নাই, বাটেও তো নাই,
ঘাটেও তো নাই শকুন্তলা !

শচীতীর্থের বারি কাঁদে আজ, ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পনেতে
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
তরল-বাঁধনে রবে নাকো প্রেম, রবে প্রেম দৃঢ় বন্ধনেতে,
দূরে গেলে হায়, চোখে পড়ে যায়,
তাই তো কাঁদায় শকুন্তলা !

এখনো তাহার পরশতপ্ত অঙ্গুরী হানে অঙ্গে সুধা
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
এই যে তাহার কবরীর ফুল, বক্ষে জাগায় স্মৃতির ক্ষুধা,
ভালোবাসাহীন স্মৃতি চিরদিন
বজ্রকঠিন শকুন্তলা !

থামাও, থামাও কঠিন বাঁশরি, থাক বীণা বেণু সেতার থাক,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
উপবন হোক উৎসবহারা, অশোক পলাশ দীপ নেভাক,
থামায়ে দে গান, কুসুমের ঘ্রাণ,
জ্যোৎস্নার বান—শকুন্তলা !

অঙ্গুরীহারা একাকিনী প্রিয়া, না জানিগো আজ সে কোন্ দেশে ?
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
সিঁথির প্রান্তে ডোবে রাঙা রবি, তিমির ঘনায় নিবিড় কেশে ।
রবি ডুবে যায়—তিমির ঘনায়,
একাকী কোথায়—শকুন্তলা !

বনের আড়ালে হঠাৎ চন্দ্র, নিশিনির্জনে হঠাৎ গীতি,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
সকল জীবন মন্থিয়া তোলে গতজনমের দুখের স্মৃতি ।
অতীত কেবল, ঘেরা-আঁখিজল
রক্তকমল—শকুন্তলা !

গত দিবসের রৌদ্রকিরণে তপ্ত আজিও বনের কুঁড়ি,
(চপলিকা, চারু, চলোৎপলা)
সহসা সে কেন জাগায় অমৃত গন্ধে যাহার ভুবন জুড়ি
লক্ষ ভ্রমর স্মৃতিজর্জর
গাহে মর্মর—শকুন্তলা !

বুনো-কাহিনী

—স্থনির্মল বসু

ঝুরো রঙন-পরাগ মেখে সাঁওতালী-বৌ,
তাজা রঙীন পলাশ গোঁজে ঝামর কেশেই,—
চুঁয়ে গাছ বেয়ে ঝরে যেথা মহুয়ার মৌ
ওসে আবছা আঁধার সেথা দাঁড়ায় এসেই ;
আজি আসিবে পিতম্ তার বনের দুলাল,—
শোনে ডিমি ডিমি অপরূপ মাদলের তাল।

গলে হাঁসুলির মালা ঝোলে, কানে দোলে দুল,—
মৃদু বাজুর বাজনা বাজে বাহুর নাড়ায়,—
বাজে রুনু ঝুনু বাঁকা মল চরণে চটুল,
তার ডাগর নয়ন দুটি সুদূরে হারায়।
ওই আসিছে পিতম্ তার প্রাণের দোসর,—
কানে ভেসে আসে মিঠে তার চেনা-চেনা স্বর।

বুকে দুরু দুরু ঢেউ জাগে, ওঠে হিল্লোল,
প্রাণে শিহরণ জাগে ঘোর উন্মাদনায়,
নব যৌবন মৌ-বনে এলো ফুল-দোল,
যেন বিরহী-রজনী শেষে প্রভাত ঘনায়।
দূরে বাঁকা-চাঁদ আঁকা যেন গগনের গায়,
আধো আলো-ছায়া খেলা করে বনের কোণায়।

কাছে   এলো ঐ প্রিয়তম পিতম্ এবার,
নাচে   বুকখানি, মুখখানি হাসিতে-সরস,
এলো   মধুর লগন প্রাণ বিলিয়ে দেবার,
চাহে   আপন হিয়ায় তার হিয়ার পরশ।
সেই   গভীর বনের মাঝে মিলন মধুর,
এই   কবির মনের মাঝে তোলে নব সুর ॥

ভালোবাসিবার ভান করিয়ো না

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভালোবাসিবার ভান করিয়ো না, প্রেম আর চাহি নাকো,
শুধু করতলে হাতটি আমার উপুড় করিয়া রাখো।
কী-ই বা বলিবে কথা,
তব মদকলকূজন থামাও, সুলভ প্রগল্‌ভতা।
নূতন করিয়া কি আর কহিবে, সকলি তো আছে জানা,
প্রেমের প্রমাণ হয় না কখনো, জান না লজ্জমানা ?
যদি ভালো লাগে, মৃত্যুর মতো সরে' এসো ধীরে আরো,
স্তব্ধতা দিয়ে অনুভূতিটিরে করিয়া রাখিয়ো গাঢ় !
কোনো কথা বোলো নাকো,
স্পর্শে গভীর তব সুনিবিড় চক্ষু বুজিয়া থাকো।
সন্ধ্যা নামিছে দূর বনপারে গেরুয়া নদীর জলে,
স্বেদ-কণিকার সুখ-শীতলতা দাও মোর করতলে !
বসে' থাকা শুধু কাছে,—
অপরিণত এ ক্ষণ-বন্ধুতা—এর কি তুলনা আছে ?
গৃহ নাই, গৃহদীপ নহ তুমি, অবকাশরঞ্জিনী ;
বাহুবন্ধনে নহে গো, ছন্দে করিলাম বন্দিনী !
লভিলে অমর কায়া,
এই কবিতার প্রতিটি আখরে পড়েছে তোমার ছায়া ॥

এই গাঁয়ে তুমি রহিয়ো গো মেয়ে

—জসীমউদ্‌দীন

এই গাঁয়ে তুমি ঘুমাইও মেয়ে, ফুল-কলিকার পাতে,
অলস দেহটি সোহাগে মেলিয়া স্বপন গাঁথিও রাতে।
বিদেশী বাতাস আঁচল নাড়িবে, অলক ছড়ায়ে যাবে,
গায়েতে মাখিবে ফুলের সুবাস তুমি নাহি টের পাবে।
পহেলী ঊষার নয়া মেঘ ভাঙা সিঁদূর গুঁড়ার রাশি,
তোমার কোমল কমল-অধরে ছড়ায়ে পড়িবে আসি।
তখন তুমিও মেলিও নয়ন, শিথিল বসনখানি,
ফুলের বাতাসে ধৌত করিয়া অঙ্গে লইও টানি।
নয়ন মুছিও পদ্মপাতায়, অঢেল কেয়ারে চিরে
রেণুগুলি তার সারাটি অঙ্গে মাখাইও ধীরে ধীরে।
উতলা পবন যদি বহে জোরে বাঁধিও না তবে চুল,
ও বদন-শশী অলকে ঢাকিলে হইও না নির্ভুল।

পথে যেতে যদি গাছের শাখায় আঁচল জড়াতে চায়,
না হয় থামিও, সুদীর্ঘ দিন সমুখেতে দোল খায়।
যদি ডাকে পাখী 'বৌ কথা কও', তারে গাল নাহি দিও,
যদি পায়ে বাজে পায়ের নূপুর সে কথা কানে না দিও।
অত শত ভাবা তোমারে কি সাজে, মিহি সুরে গান গেয়ে
তুমি চলে যেয়ো আপনার মনে গেঁয়ো পথখানি বেয়ে।
এই গাঁয়ে তুমি রহিও গো মেয়ে, এ গাঁয়ের তরুলতা
তোমার সারাটি অঙ্গে জড়াবে যার যত কোমলতা।

কচি সীম-লতা বাহুতে বাঁধিও, খোঁপায় দোপাটি ফুল,
মাঠের কুসুম ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পরিও কানের দুল।
নরম ডানার ডালায় ধরিয়া দূর আকাশের গান,
পাখীরা নিতুই আসিবে তোমার ভরিতে ফুলের প্রাণ।
এই পথ দিয়ে চলিবে যখন শাল-বীথিকার ছায়,
মৃদু ফুলরেণু ঝরিয়া পড়িবে তোমার সারাটি গায়।

এই গাঁয়ে তুমি রহিও গো মেয়ে, গ্রাম-দেবতার কাছে,
নীরবে কহিও ছোট মনে তব যত না বাসনা আছে।
দেউল তাহার যত না সাজিবে তব পূজা ফুল-পেয়ে,
তোমার একটি প্রণামে সাজিবে শতগুণ তার চেয়ে।
রাতে গেঁয়ো ঘরে জ্বালাইও দীপ, ঘর-হারা পরবাসী
বন্ধুর পথে চলিতে চলিতে দেখিবে তাহার হাসি।

প্রিয় সখী

—অপরাজিতা দেবী

এবারের ছুটিতে
তুমি নাকি উটীতে
যাচ্ছো বেড়াতে ?···হ্যাঁগো ! সত্যি কি ?—বলো না !—
আমি বলি তারচে’
এপ্রিল মার্চে
কাশ্মীরে এ বছর যাই কেন চলো না !!

ছুটি মোটে পাবে না ?
তাই তুমি যাবে না ?
কেন ? গরমের ছুটি, সে তো আছে হাতেতেই !
জড়ো আছে কাজ ঢের ?
‘বি-এ’ এগ্‌জামিনের
দেখবে পেপার্—সে তো নিতে পারো সাথেতেই !

—আচ্ছা, ও কথা থাক্ !
চলো আজ যাওয়া যাক্,
আর্ট-এগ্‌জিবিশনে,—তাতে আছো রাজী তো ?
···হয়ে গেছে তাও শেষ ?
কে বলেছে ?···নিখিলেশ ?
না জেনে ও বলে কেন ?—আচ্ছা সে পাজী তো !!

···হাতে কী এ ?—মিঠে পান।
খাবে ?—ঈশ্ !···অভিমান ?—
নিজে ডেকে খেতে কেন দিইনিকো এতখন ?···
মনে নেই একদম !
তুমিই বা কী রকম ?
কেড়ে নিয়ে খাওনিকো,—তোমারো তো ভুলো মন !···

—এসো খেলি পিংপং,
ওমা ! সেকি ? একি সং !!
ছেলেদের খেলা এ যে !···জান নাকো সত্যি ?
নিভা—ইভা বলে ঠিক,
—'বর তোর বেরসিক,
খেলা-ধূলো শেখেনিকো মোটে একরত্তি !

যাবে আজ পার্কে ?···
তুমি আমি আর কে ?···
···ফণী দে'কে বাড়ী থেকে ডেকে নেবে ?···বেশ তো !
মেতে গেলে গল্পে
বেরুবে কি অল্পে ?
জমে যাবে ফণী দে'র বাড়ীতেই শেষ তো ?

তার চেয়ে চল' যাই
ছাদে বসে গান গাই,
নতুন যে গানখানা বুধবারে শিখেছি।

…কে বলেছে ‘পিলু’,—দূর !!
‘মিশ্র-কানেড়া’ সুর !
গানের খাতায় এর স্বরলিপি লিখেছি।

প্রথম লাইন যার,
“—ওগো নেয়ে করো পার
গোধূলির রাঙাধূলি রঙিয়েছে নভপট !”
…এ গানটি ভালো গায়
আমাদের তৃষা রায় ?
ধ্যেৎ ! সে তো গায় ওটা ভুল সুরে,—ছায়ানট !

আচ্ছা, ও-সব থাক্ !
এসো আজ পড়া যাক্
‘চিত্রাঙ্গদা’খানা। বহুদিন পড়ি নি।
রবি ঠাকুরের বই
সে পেলে কি কথা কই ?
মুখ বুজে ঘরে থাকি, এক পা’ও নড়ি নি।

নাও, পড়ো গোড়া থেকে
শুনি কোলে মাথা রেখে,
রোসো রোসো, খোঁপাটাকে নিই আগে বাগিয়ে !
ও কি বেয়াদপি !…যাও !!
পড়া শুরু করে দাও
খুনসুটি ক’রে কেন মিছে তোলো রাগিয়ে !!

সাধু

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়
কোনো তাড়া কোনো কাজ নেই।
জল নেই আর জ্বালাও নেইক
বুকে তার আর বাজ নেই।
সাদা মেঘগুলো ভেসে চলে যায়
কোনো রং কোনো সাজ নেই।

পাহাড়ের গায়ে মঠের চূড়োটা ছাড়িয়ে,
মেঘগুলো যায় নীল দিগন্তে হারিয়ে।
মঠ থেকে বাজে ঘণ্টা
মনটা কেমন করে,
মঠের মাঝের বুড়ো সাধুটিরে
থেকে থেকে মনে পড়ে।

মেঘের মতন সাদা চুল তার,
গোঁফ দাড়ি ধবধবে,
মুখে লেগে আছে প্রাণের হাসির
ফেনাই বুঝি বা হবে।
পাথুরে সিঁড়ির ধারে বসে থাকে
মনে হয় কোনো কাজ নেই।
প্রীতির জারকে জরে' জরে' যেন
মনে আর কোনো ঝাঁজ নেই।

ঢিলে কোঁচকানো মুখখানি তার,
মনে শুধু কোনো ভাঁজ নেই।

কেউ যদি তারে শুধায় কখনো,
এ হাসি কোথায় পেলে?
সাধু হেসে বলে,—পেয়েছি হৃদয়
আঁখি জলে ধুয়ে ফেলে।
যে-মেঘ ঝড়ের তাড়া খেয়ে ফিরে
কালো হয়ে নেমে আসে,
নিজেরে উজাড় করে' ঢেলে সে-ই
সাদা হাসি হয়ে ভাসে।

ছায়া

—অজিত দত্ত

কাল রাতে একলা আঁধার পথে শহরতলীতে
দেখলুম অদ্ভুত মেয়ে এক।
সেখানে অশথ ঝোপ নিঃঝুম ছবির মতন,
এতটুকু হাওয়া নেই, জোছনাও ফোটে নি তখন,
দেখলুম আকাশের ময়লা আলোতে
আব্‌ছা ছায়ার মতো মেয়ে এক।

যদিও বাতাস নেই, তবু যেন দেখলুম অদ্ভুত,
উড়ছে হাল্‌কা চুল, উড়ছে হাওয়ার মতো আব্‌ছা।
যদিও জোছনা নেই তবু যেন দেখলুম অদ্ভুত,
পাপড়ির মতো তার চোখের পলক নত—আব্‌ছা।
নিঃঝুম জটা-বাঁধা অশথের ঝোপের ছায়ায়
ওড়নার মতো তার মুখখানি অর্ধেক ঢাকা
দেখেছি অলক তার, দেখেছি পলক তার, আর
দেখেছি শরীর তার বাঁকা।

কাল্‌কে আব্‌ছা রাতে দেখেছি যে অদ্ভুত শহরতলীতে,
বিছানায় শুয়ে তাই ঘুম নাই চোখে এতটুক,
যদিও ছিল না হাওয়া, যদিও ওঠে নি চাঁদ কাল,
যদিও দেখি নি তার মুখ।

প্রেমের কবিতা

—বুদ্ধদেব বসু

শুধু নয় সুন্দর অপ্সর-যৌবন,
কম্পিত অধরের চম্পক-চুম্বন।
শুধু নয় কঙ্কণে ক্ষণে-ক্ষণে ঝংকার
আভরণ হীনতার, আবরণ ক্ষীণতার।
শুধু নয় তনিমার তন্ময় বন্ধন।
—কিছু তার দ্বন্দ্ব, কিছু তার ছন্দ।

পুষ্পের নিশ্বাস, রেশমের শিহরণ,
রত্নের রক্তিমা, কনকের নিক্বণ।
গন্ধের বাণী নিয়ে পরশের সুরকার
অঙ্গের অঙ্গনে আনলো যে-উপহার—
সে-তো শুধু বর্ণের নহে গীত-গুঞ্জন।
—কিছু তার স্বর্ণ, কিছু তার স্বপ্ন।

বিলসিত বলয়ের মত্ত আবর্তন,
মূর্ছিত রজনীর বিদ্যুৎ-নর্তন।
বিহ্বল বসনের চঞ্চল বীণাতার
উদ্বেল উল্লাসে আঁধারের ভাঙে দ্বার—
সে কি শুধু উদ্দাম, উন্মাদ মন্থন।
—কিছু তার সজ্জা, কিছু তার লজ্জা।

শুধু নয় দু'জনের হৃদয়ের রঞ্জন,
নয়নের মন্ত্রণা, স্মরণের অঞ্জন।
    রঙ্গিণী কবরীর গরবিনী কবিতার
    জাদুকর-তির্যক ইঙ্গিত আনে যার,
    সে কি শুধু দেহতটে তরঙ্গ-তর্পণ।
        —কিছু তার দৃশ্য, কিছু-বা রহস্য।

এসো শুভ লগ্নের উন্মীল সমীরণ
করো সেই মন্ত্রের মগ্নতা বিকীরণ,
    যার দান বিরহের অনিমেষ অভিসার,
    মিলনের ক্ষণিকার কণ্ঠের মণিহার ;—
    সেথা বিজ্ঞানিকের বৃথা অণুবীক্ষণ।
        —কিছু তার জৈব, কিছু তার দৈব।